ভাববাদী বা আদর্শবাদী তত্ত্ব (Idealist Theory)

ভাববাদের ধারণাগত ভিত্তি

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে যেসব গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ রয়েছে, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হল ভাববাদ বা আদর্শবাদ। এই মতবাদের বিভিন্ন নাম রয়েছে, যথা—দার্শনিক মতবাদ (Philosophical Theory), আধ্যাত্মিক মতবাদ (Metaphysical Theory), অলৌকিক মতবাদ (Mystical Theory), চরম মতবাদ (Absolute Theory) ইত্যাদি। **ভাববাদ প্রধানত দু'টি ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।** ***প্রথমত,*** ভাববাদীরা রাষ্ট্রকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা হিসেবে বর্ণনা করেন এবং রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করেন না। ***দ্বিতীয়ত,*** মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, সেহেতু রাষ্ট্র তথা সমাজের বাইরে তার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

ভাববাদের উৎপত্তি ও বিকাশ

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌লের রচনার মধ্যে ভাববাদী চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল। প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে **একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা** করেছিলেন। অনুরূপভাবে **অ্যারিস্টট্‌ল** তাঁর *পলিটিক্স (Politics)* নামক গ্রন্থে **রাষ্ট্রকে একটি সুন্দর জীবনের প্রতীক** হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁরা দু'জনেই রাষ্ট্রকে এমন একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, যেখানে ব্যক্তি তার জীবনকে পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে বিকশিত করতে সক্ষম। কিন্তু প্রাচীন গ্রিক রাষ্ট্রদর্শনে আদর্শবাদের সন্ধান পাওয়া গেলেও জার্মান দার্শনিক কান্ট (Kant), ফিক্‌টে (Fichte), হেগেল (Hegel), ট্রিট্‌সকে (Treitschke) ও বার্নহার্ডি (Bernhardi) এবং ইংরেজ দার্শনিক গ্রিন, ব্র্যাডলে (Bradley), বোসাংকে প্রমুখের হাতে এই তত্ত্বটি চরম আকার ধারণ করে। **কান্ট ও হেগেলের** দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হল **ঐশ্বরিক কর্তৃত্বসম্পন্ন ও সর্বাত্মক একটি অতিমানবীয় নৈতিক প্রতিষ্ঠান।** কিন্তু **ফিক্‌টে, ট্রিট্‌সকে, বার্নহার্ডি** প্রমুখের হাতে পড়ে ভাববাদ কার্যত রূপান্তরিত হয়েছিল **সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদে।** পরবর্তী সময়ে **রুশো, গ্রিন** (Green), **ব্র্যাড্‌লে, বোসাংকে** প্রমুখ ভাববাদের সমর্থনে বলিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপন করলেও তাঁরা **সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদের সমর্থক ছিলেন না।** এমনকি, হেগেলের মতো তাঁরা ব্যক্তিকে চরম ক্ষমতার অধিকারী **রাষ্ট্রের কাছে আত্মবলিদান করতেও আহ্বান জানাননি।**

প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় (Main Content)

ভাববাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়কে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ ক'রে আলোচনা করা যেতে পারে:

রাষ্ট্র একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান

[১] ভাববাদীরা রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, **রাষ্ট্র হল নৈতিকতার মূর্ত প্রতীক।** রাষ্ট্রের **সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল সুন্দর অথচ পরিপূর্ণ নৈতিক জীবনের প্রতিষ্ঠা।** এর অর্থ—ভাববাদীরা ব্যক্তির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের

Scanned with CamScanner

পরিপূর্ণ নৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিকে রাষ্ট্রের লক্ষ্য বলে মনে করতেন। **হেগেল** এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, রাষ্ট্র যেহেতু নিজেই নৈতিকতার স্রষ্টা, সেহেতু কোনো নৈতিক আইন তার ওপর কোনোরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে না।

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের জৈব সম্পর্ক

[২] ভাববাদীরা মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব বলে মনে করতেন। তাঁদের মতে, মানুষ যেহেতু রাজনৈতিক জীব, সেহেতু সে কেবল রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত সমাজের মধ্যে থেকে এবং তার সদস্য হিসেবে পরিপূর্ণভাবে আত্মোপলব্ধি করতে সক্ষম। তাই **রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা কল্পনাই করা যায় না**। এ প্রসঙ্গে **অ্যারিস্টট্‌লের** উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন যে, **সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তি হয় ঈশ্বর, নয়তো পশু**। এইভাবে **রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ককে** ভাববাদীরা **জৈব মতবাদীদের দৃষ্টিতে বিচারবিশ্লেষণ** করেছেন।

রাষ্ট্র একটি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ও আত্মোপলব্ধিকারী ব্যক্তি

[৩] ভাববাদ **রাষ্ট্রকে জীবন্ত, আত্মসচেতন ও স্ব-ইচ্ছাবিশিষ্ট সত্তা** বলে মনে করে। **বার্কার** (Barker)-এর মতে, ভাববাদের সর্বপ্রধান প্রবক্তা হেগেলের দর্শনে রাষ্ট্রের এরূপ বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। হেগেল রাষ্ট্রকে **'একটি আত্মসচেতন নৈতিক সত্তা এবং আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ও আত্মোপলব্ধিকারী একটি ব্যক্তি'** ('a self-conscious ethical substance and a self-knowing and self-actualizing individual') বলে প্রচার করেছিলেন।

রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক, অপরিহার্য ও চূড়ান্ত সংগঠন

[৪] এই মতবাদের প্রচারক ও সমর্থকেরা রাষ্ট্রকে **একটি স্বাভাবিক, অপরিহার্য ও চূড়ান্ত সংগঠন** বলে বর্ণনা করেন। **কান্ট** রাষ্ট্রকে একটি **সর্বাত্মক ও অভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান** বলে মনে করতেন। রাষ্ট্র কখনোই কোনো ভুল বা অন্যায় করতে পারে না। অনুরূপভাবে, হেগেলের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হল **'সর্বদোষমুক্ত বুদ্ধিময়তা'** ('perfected rationality') এবং **'চেতনার বস্তুগত রূপ বা নৈতিক শক্তি'** ('objective reason or spirit')।

রাষ্ট্রের ওপর দেবত্ব আরোপ

[৫] ভাববাদীরা সাধারণভাবে রাষ্ট্রের ওপর দেবত্ব আরোপের পক্ষপাতী। তাঁরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে চুক্তি মতবাদীদের বক্তব্যকে আদৌ গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। তাঁদের মতে, **রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান**। তাই কেবল রাষ্ট্রের মাধ্যমে পার্থিব জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। **হেগেল** রাষ্ট্রকে **'মর্তভূমিতে ঈশ্বরের পদক্ষেপ'** ('the march of God on earth') বলে বর্ণনা করেছিলেন। অনুরূপভাবে, **গ্রিন** রাষ্ট্রের মধ্যে **'শাশ্বত চেতনা'** ('eternal consciousness')-র প্রকাশ প্রত্যক্ষ ক'রে তাকে মান্য করার জন্য সবাইকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ, রাষ্ট্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের অর্থই হল ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন।

আইনের প্রকৃতি

[৬] প্লেটো এবং অ্যারিস্টট্‌লের চিন্তাধারায় উদ্‌বুদ্ধ ভাববাদী দার্শনিকেরা আইনকে 'সার্বভৌম কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির আদেশ' বলে গ্রহণ করতে আদৌ রাজি নন। তাঁদের মতে, **আইন হল 'আবেগহীন যুক্তির প্রকাশ'** ('the expression of passionless reason')। **রুশো** 'সাধারণ ইচ্ছা' ('General Will')-কে আইনের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এরূপ আইনকে অমান্য করার কোনো অধিকার নাগরিকদের থাকতে পারে না বলে ভাববাদীরা মনে করেন।

ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বরূপ

[৭] এই তত্ত্বের প্রবক্তারা, বিশেষত হেগেল **রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার উৎস** হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। রাষ্ট্রের নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিলে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা যথার্থভাবে ভোগ করতে পারে। **হেগেল** এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, ব্যক্তির স্বাধীনতা যেহেতু রাষ্ট্রের মধ্যেই নিহিত থাকে, সেহেতু কেবল **রাষ্ট্রের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে তার স্বাধীনতা ভোগ** করতে পারে। তিনি একথাও বলেছিলেন যে, **রাষ্ট্রের আইন মান্য করাই হল স্বাধীনতা**। কিন্তু রাষ্ট্রের আইন তথা নির্দেশকে কোনো ব্যক্তি তার স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করলে ধরে নিতে হবে যে, সে তার যথার্থ বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং 'অপ্রকৃত ইচ্ছা' ('unreal will')-র দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তিকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করবে এবং তা করা হলেই কেবল ব্যক্তি তার প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করতে সক্ষম হবে। সুতরাং বলা যায়, ভাববাদীদের মতে, রাষ্ট্র **'প্রকৃত ইচ্ছা'র আধার হওয়ায় কেবল তার প্রতি দ্বিধাহীন**

Scanned with CamScanner

আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে গ্রিন, ব্র্যাডলে ও বোসাংকে সর্বশক্তিমান ও সর্বগুণসম্পন্ন রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বলি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না।

রাষ্ট্রের ভিত্তি

[৮] ভাববাদীদের অনেকেই **জনগণের ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের ভিত্তি** বলে বর্ণনা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে গ্রিন প্রমুখ ব্রিটিশ ভাববাদী দার্শনিকদের কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁরা রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্পর্কে হেগেলের মতো চরমপন্থা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। তাই গ্রিন বলেছিলেন, **রাষ্ট্রের ভিত্তি হল 'জনগণের সম্মতি, পাশবিক বল নয়'**। তবে তাঁরা রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের সম্ভাবনাকে একেবারেই উপেক্ষা করতে পারেননি। **অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আক্রমণের হাত থেকে ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্র** লিখিত ও প্রথাগত আইন অনুসারে **বলপ্রয়োগ করতে পারবে** বলে **গ্রিন** মনে করতেন।

যুদ্ধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি

[৯] **কান্ট** ছিলেন মানবতার প্রবক্তা এবং শান্তির অগ্রদূত। তাই তাঁর প্রচারিত তত্ত্বে **যুদ্ধের বিরোধিতা এবং চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা** বলা হলেও **ফিক্‌টে, ট্রিট্‌সকে, বার্নহার্ডি** প্রমুখ জার্মান দার্শনিকের হাতে পড়ে **ভাববাদ কার্যত সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদে রূপান্তরিত** হয়েছিল। তাঁরা যুদ্ধকে রাষ্ট্রের চরম প্রকাশের অপরিহার্য শর্ত বলে মনে করতেন। **ট্রিট্‌সকে** রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতাকে তার 'পাপের প্রতীক' বলে বর্ণনা করে সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সীমানা সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। **হেগেল** যুদ্ধকে 'অশুভ' (evil) বলে বর্ণনা করলেও তার নৈতিক প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেননি। কিন্তু **গ্রিন** যুদ্ধকে জীবনের অধিকারের পথে একটি বিরাট বাধা এবং মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে এক প্রতিকূল পরিবেশ বলে মনে করতেন। তবে **আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ** করাকে তিনি **সমর্থন** জানিয়েছেন।

রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্যহীনতা

[১০] ভাববাদীরা **সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন** বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, সমাজবিকাশের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে। **বোসাংকে** 'সমাজ' বলতে এমন একটি ব্যাপক ও জটিল সামাজিক সহযোগিতার ব্যবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছেন, যা রাষ্ট্র ও তার কার্যকলাপের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। বস্তুত, **রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, নৈতিকতা প্রভৃতি বিলীন** হয়ে গেছে বলে ভাববাদীদের ধারণা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জার্মান দার্শনিক **হেগেলের হাতে রাষ্ট্র 'সর্বশক্তিমান' কর্তৃপক্ষে** পরিণত হয়েছিল। হেগেল এরূপ রাষ্ট্রকে **'সর্বশক্তিমান'** ('Omnipotent'), **'সর্বদর্শী'** ('Omniscient') এবং **'সর্বত্র বিরাজমান'** ('Omnipresent') বলে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি এরূপ রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার কোনো অধিকার জনসাধারণকে প্রদান করেননি। কিন্তু গ্রিন, ব্র্যাডলে ও বোসাংকে হেগেলের মতো সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। **গ্রিন** মনে করতেন যে, **রাষ্ট্র ভুল করলে তার মঙ্গলের জন্যই তাকে বাধা দেওয়া ব্যক্তির 'কর্তব্য'**। অনুরূপভাবে, **বোসাংকে** রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার কথা বললেও তার বিরুদ্ধে **বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেননি**। তবে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, বিদ্রোহের ইচ্ছা রাষ্ট্রের নিজেরই ইচ্ছা। বিদ্রোহের সময় রাষ্ট্র নিজেই নিজের বিরোধিতা করে।

সমালোচনা (Criticism)

নানাদিক থেকে ভাববাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের সমালোচনা করা যেতে পারে:

অবাস্তব মতবাদ

[১] রাষ্ট্রকে মানুষের নৈতিক ইচ্ছা ও কল্যাণকর প্রকৃত ইচ্ছার প্রকাশ বলে বর্ণনা ক'রে ভাববাদী তত্ত্বের প্রবক্তারা **বাস্তব জগৎকে উপেক্ষা ক'রে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ** করেছেন। তাই অধ্যাপক **বার্কার** সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেন যে, ভাববাদ যে-রাষ্ট্রের কল্পনা করেছে, তা কল্পিত স্বর্গ-রাজ্যের রাষ্ট্র। মাটির পৃথিবীতে কোনোদিন এরূপ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন নয়

[২] ভাববাদ **রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলে বর্ণনা ক'রে বাস্তবতাকে উপেক্ষা** করেছে। কারণ, **রাষ্ট্রের গণ্ডি অপেক্ষা সমাজের গণ্ডি অনেক বেশি ব্যাপক**। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের বাইরে যে-ব্যাপক ও বিস্তৃত সামাজিক কর্মক্ষেত্র রয়েছে, এই মতবাদের মধ্যে তা

Scanned with CamScanner

উপেক্ষিত। সমাজের মধ্যে যেসব অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, মানবজীবনের ওপর সেগুলির প্রভাব কোনোমতেই উপেক্ষণীয় নয়।

রাষ্ট্রের সঙ্গে জীবদেহের তুলনা করা ভুল

[৩] ভাববাদী দার্শনিকরা রাষ্ট্রকে 'একটি আত্মসচেতন নৈতিক সত্তা এবং আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন ও আত্মোপলব্ধিকারী একটি ব্যক্তি' বলে বর্ণনা ক'রে ভুল করেছেন। কারণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে **রাষ্ট্রের সঙ্গে জীবদেহের সাদৃশ্য লক্ষ করা গেলেও তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান**। ভাববাদীরা এরূপ পার্থক্যকে উপেক্ষা ক'রে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন।

ব্যক্তির দ্বিখণ্ডিকরণ

[৪] ভাববাদীরা **ব্যক্তির 'ইচ্ছা'**কে 'প্রকৃত ইচ্ছা' এবং 'অপ্রকৃত ইচ্ছা'—এই **দু'ভাগে ভাগ ক'রে ভুল করেছেন**। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক **ল্যাস্কি** বলেছেন যে, 'ইচ্ছা'র প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভাববাদী দার্শনিকরা যেসব যুক্তির অবতারণা করেন, মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুত, **'প্রকৃত ইচ্ছা' এবং 'অপ্রকৃত ইচ্ছার' মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে** তাঁরা **ব্যক্তিকে কার্যত দ্বি-খণ্ডিত** করেছেন।

আইন ও স্বাধীনতা অভিন্ন নয়

[৫] ভাববাদী তত্ত্বে, বিশেষত হেগেলের বক্তব্যে আইন ও স্বাধীনতাকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রচার করা হয়েছে যে, আইন মান্য করার মাধ্যমেই কেবল ব্যক্তি তার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। কিন্তু **আইন** বলতে বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সার্বভৌম শক্তির দ্বারা সমর্থিত সাধারণ নিয়মকানুনকে বোঝায়। অন্যদিকে **স্বাধীনতা** হল এমন একটি পরিবেশ, যেখানে ব্যক্তি তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে সক্ষম। এদিক থেকে বিচার ক'রে বলা যায় যে, **আইন ও স্বাধীনতা এক ও অভিন্ন নয়, যদিও আইনের সাহায্য ছাড়া যথার্থভাবে স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না**।

ব্যক্তিস্বাধীনতার ধ্বংসসাধন

[৬] **সি. ই. এম. জোড** (C. E. M. Joad) ভাববাদকে **ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী মতবাদ** বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ, রাষ্ট্র কোনো ভুল বা অন্যায় করতে পারে না, সে নিজেই নিজের লক্ষ্য (end of itslef) প্রভৃতি যুক্তির অবতারণা ক'রে ভাববাদী দার্শনিকরা কার্যক্ষেত্রে **চরম ও সর্বাত্মক রাষ্ট্রের জন্ম** দিয়েছেন এবং এরূপ রাষ্ট্রের নির্দেশ অবনত মস্তকে মান্য করাকেই স্বাধীনতা বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করতে গিয়ে **হবহাউস** মন্তব্য করেছেন যে, ভাববাদীরা যাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলে বর্ণনা করেছেন, কার্যত তা স্বাধীনতার অস্বীকার মাত্র। বস্তুত, এই তত্ত্ব **রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ধ্বংস** করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা

[৭] ভাববাদের সমালোচনা করতে গিয়ে **বার্কার** বলেছেন যে, ভাববাদী দার্শনিকরা ব্যক্তির 'সচেতন ইচ্ছা' এবং 'যুক্তিবাদী মনে'র ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু **মানুষের** আচার-আচরণের পিছনে **বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিবাদ** যেমন থাকে, তেমনি থাকে **আবেগ, সহজাত প্রবৃত্তি ইত্যাদি**। ভাববাদ মানব-চরিত্রের এইসব **স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে বাস্তবতাকে উপেক্ষা** করেছে।

রাষ্ট্র মানুষেরই সৃষ্টি

[৮] 'রাষ্ট্র নিজেই নিজের লক্ষ্য'—এই অভিমত ব্যক্ত ক'রে ভাববাদী দার্শনিকগণ **বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা** করেছেন। কারণ, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে মানুষের উৎপত্তি ঘটেনি, বরং **মানুষের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সৃষ্টি** হয়েছিল বলে **জোড** মন্তব্য করেছেন। বস্তুত, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রয়োজনেই মানুষ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছিল বলে উদারনীতিবাদীরা মনে করেন।

স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন

[৯] **দ্যুগুই** (Duguit) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, রাষ্ট্রের ওপর দেবত্ব আরোপ ক'রে ভাববাদ প্রকৃতপক্ষে **নাৎসিবাদী ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের জন্ম** দিয়েছে। এরূপ রাষ্ট্র সর্বাত্মক ও স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। **ম্যাকআইভারের** মতে, ভাববাদ হল **'স্বৈরতন্ত্রের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের একটি অভিনব কৌশল'** ('a new way of justifying absolutism') মাত্র।

বিপজ্জনক মতবাদ

[১০] ভাববাদ সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের ধারণার মাধ্যমে যুদ্ধ, আগ্রাসন ও সমরবাদের কথা প্রচার করেছে। **হেগেল** নৈতিক উপযোগিতার দিক থেকে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু **ফিক্‌টে, ট্রিট্‌সকে ও বার্নহার্ডি** যুদ্ধকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা ক'রে কার্যত **সাম্রাজ্যবাদ ও**

Scanned with CamScanner

সমরবাদের মতো বিপজ্জনক মতবাদের জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু যুদ্ধের পরিণতি যে কত ভয়াবহ ও মর্মান্তিক হতে পারে, বিগত শতাব্দীর দু'টি বিশ্বযুদ্ধই তার প্রমাণ। এদিক থেকে বিচার ক'রে ভাববাদকে **বিশ্বশান্তি ও মানবতাবাদের পয়লা নম্বরের শত্রু** হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

চরম রক্ষণশীল মতবাদ

[১১] প্রকৃতিগতভাবে ভাববাদ হল **একটি চরম রক্ষণশীল মতবাদ**। কারণ, তা সমাজের **স্থিতাবস্থা** বজায় রাখার পক্ষপাতী। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অ্যারিস্টট্‌ল দাস-সমাজব্যবস্থাকে, হেগেল প্রাশিয়ার স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে এবং গ্রিন, ব্র্যাডলে ও বোসাংকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্যই তাঁদের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন।

মার্কসীয় সমালোচনা

[১২] মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভাববাদের সমালোচনা করা যেতে পারে। এই মতবাদ রাষ্ট্রকে সমাজ-বিবর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু **মার্কসবাদীদের** মতে, **সমাজবিবর্তনের একটি বিশেষ পর্যায়ে শ্রেণিশোষণের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রের আবির্ভাব** ঘটেছিল। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজেও রাষ্ট্রের সেই প্রকৃতি অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। কিন্তু যেদিন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন অপ্রয়োজনীয় বলে রাষ্ট্র আপনা থেকেই মুছে যাবে। সুতরাং, রাষ্ট্রকে সমাজ-বিবর্তনের সর্বশেষ পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত ক'রে ভাববাদীরা ইতিহাসের চাকাকে উলটোদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করেছেন বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন।

গুরুত্ব (Importance)

গুরুত্বের কারণ

ভাববাদী তত্ত্বের নানাপ্রকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তার **গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না**। কারণ, [১] সাধারণ **নীতিবোধ ও রাষ্ট্রনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক** স্থাপন, [২] ব্যক্তি-জীবনে **নীতিবোধের** প্রতিষ্ঠা, [৩] রাষ্ট্রকে **সর্বপ্রকার শক্তির আধার** হিসেবে বর্ণনা, [৪] **সমষ্টিগত স্বার্থকে** ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর **প্রাধান্য** দান, [৫] **রাষ্ট্রকে আইনের উৎস** বলে ঘোষণা প্রভৃতির জন্য **ভাববাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি-বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন** করতে সমর্থ হয়েছে। তা ছাড়া, নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ ক'রেই কেবল রাষ্ট্র তাদের আনুগত্য দাবি করতে পারে—**গ্রিনের** মতো কোনো কোনো ভাববাদী দার্শনিকের এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই। তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, **নিট্‌শে, ফিক্‌টে, ট্রিট্‌সকে** প্রমুখ জার্মান দার্শনিকের হাতে **ভাববাদ বিকৃত রূপ ধারণ** করার ফলে স্বাভাবিক কারণেই তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।

Scanned with CamScanner